জনকণ্ঠ

18 FEB 2017

ঢাকায় ৯ দেশের শিক্ষা সম্মেলন-২০১৭

ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর

গত ৫-৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ৯টি দেশ যথা ব্রাজিল, চীন, মিসর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নাইজিরিয়া, পাকিস্তান, মেক্সিকো ও বাংলাদেশ নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ৯টি দেশ জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়নের চতুর্থ পদে (টেকসই উন্নয়ন-৪) বিবৃত রূপকল্প, নীতি ও লক্ষ্যে নিচয়ের মোড়কে ২০৩০ সালের মধ্যে করণীয় কার্যক্রমের কাঠামোর আওতায় তাদের তরফ থেকে সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ৯টি দেশের উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ ১৯৯৬ সালে নয়াদিল্লীতে 'সকলের জন্য শিক্ষা' বিষয়ক অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত হয়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে শেখ হাসিনা জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থা বা ইউনেস্কোর সকলের জন্যে শিক্ষার প্রয়াসকে টেকসই উন্নয়ন-৪-এর সঙ্গে মিলিয়ে এসব দেশের সকলের জন্য অনুসরণীয় লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, আমরা সমকালীন পৃথিবীতে এমনভাবে বাস করি যে, আমাদের পারস্পরিক সংস্কৃতি, ধর্ম, জাতি ও ভাষাগত ভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এই প্রেক্ষিতে তার মতে শিক্ষা এসব দেশের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্ব বাড়ানোর জন্য সেতুবন্ধ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সঠিক মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষার গতিময়তা এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আন্তঃদেশ সখ্য অর্জনের বুনিয়াদ রচনা করতে পারি।

সম্মেলনে উপস্থিত ৯টি দেশে পৃথিবীর অর্ধেকের চাইতে বেশি জনগণ বাস করেন এবং এদের মধ্যে পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ নিরক্ষর বয়স্ক লোকগোষ্ঠী বিদ্যমান। এই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে, টেকসই উন্নয়ন-৪ এর আওতায় সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তীয় ও গুণগত আকাঙ্ক্ষা, প্রতিশ্রুতি এবং অগ্রাধিকারের কাঠামোয় টেকসই উন্নয়ন-৪-এর মোড়কে স্থির করে অতীতের প্রচেষ্টাসমূহ অধিকতর সুসংহত ও সম্মার্জিত করে এখন থেকে নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। এর আলোকে তার মতে ঢাকার এ সম্মেলন ৯টি দেশকে সমষ্টিগতভাবে টেকসই উন্নয়ন-৪ অর্জন করার লক্ষ্যে একটি ঐতিহাসিক সুযোগ দিতে সক্ষম। এই পটভূমিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই দেশের শিক্ষানীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহের ওপর আলোকপাত করেন এবং বলেন, এ দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌল কৌশল ও নীতি ২০১০ সালে যে শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম তার সরকার প্রণয়ন করেছিল সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন হচ্ছে। এই মৌল কৌশল ও নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিশিষ্ট শিশুদের এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী ছাত্রদের ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত লোকগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা প্রসারণে যথা-প্রয়োজন' পদক্ষেপ নেয়া, অসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগের অংশীদারিত্ব নিয়ে অগম এলাকায় শিক্ষা বিস্তৃত করা এবং কারিগরি, প্রকৌশল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদ্ভাবনশীল মাধ্যম ও উপায় হিসেবে তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, আন্তঃসক্রিয় শ্রেণী এবং উন্মুক্ত ও দূরত্ব উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি বলেছেন যে, তার সরকার এক বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি মাতৃভাষায় প্রকাশ করার পদক্ষেপ নিয়েছে, মাতৃভাষায় প্রকাশিত প্রাক-প্রাথমিক পুস্তকাদি সকল শিশুর মাতৃভাষায় শিক্ষা শুরু করার অধিকারকে নিশ্চিত করেছে। ফলত বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির মাত্রা শতকরা ৯৮ ভাগে উন্নীত হয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার ২০১১ সালের শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ২০১৬ সালে শতকরা ২০ ভাগে নেমে গেছে। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন যে, ২০১০ সাল থেকে এ দেশে ২.২৫ বিলিয়ন পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। এই ধরনের পদক্ষেপ সম্ভবত পৃথিবীর অন্য কোথাও নেয়া হয়নি। এসবের ফলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তীয়, সাম্যভিত্তিক ও যথাযথ গুণগত উৎকর্ষসম্পন্ন এবং আজীবন শিক্ষার প্রক্রিয়া সকলের জন্য নিশ্চিতকরণে সফল হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ৯ দেশের এ শিক্ষা সম্মেলনে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন-৪ অনুযায়ী সকল পদক্ষেপ নেয়া ও সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৯টি সদস্য দেশ তাদের উৎকৃষ্টতম শিক্ষা প্রণালী সম্পর্কে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও ফলপ্রসূতার সুফল বিনিময় করতে পারবে। এর আলোকে ভবিষ্যতের কার্যক্রম বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রণীত হবে এবং এদের মাঝে সহযোগিতার অংশীদারিত্ব নবতর ও অধিকতর কার্যক্ষম মাত্রায় রূপ পাবে। তিনি দৃঢ়ভাবে আশা প্রকাশ করেন যে, এর ফলে উত্তর ও দক্ষিণ সহযোগিতা জ্ঞানের ভিত্তিতে অধিকতর ফলপ্রসূতা অর্জন করতে পারবে।

নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, প্রযুক্তিগতভাবে পৃথিবীর সামনের সারির দেশসমূহের প্রযুক্তি গ্রহণ করে ক্রমবর্ধমান হারে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের জন্যে শিক্ষাকে যে সর্বাত্মক মাত্রায় ব্যবহার করা যায় তা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত না করলে ঈপ্সিত অগ্রগতি ও উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করে সক্রিয় শক্তির ভূমিকায় তা সুবিস্তৃত করে শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ উপযোগ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশ নিশ্চিত করতে পারবে না। এই ২টি অপূর্ণাঙ্গতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতার যে প্রতিশ্রুতি ঢাকা ঘোষণা অনুযায়ী দেয়া হয়েছিল তা পূর্ণাঙ্গ ও ফলপ্রসূভাবে পালন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে

উৎকর্ষবিশিষ্ট শিক্ষা এবং আজীবন শিক্ষা প্রাপ্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রণোদনা পাওয়া যায়। এই প্রেক্ষিতে তার মতে ৯ দেশের এই শিক্ষা সম্মেলন উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতার একটি সাধারণ পাটাতন বা ভিত্তি হিসেবে প্রযুক্ত হতে পারে। এসব বৈশ্বিক আকাঙ্ক্ষা মনে রেখে শিক্ষাবিদ ও নীতি প্রণেতাগণ ৯টি সদস্য দেশের এ ৯টি দেশ দু'বছর পরপর সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে অন্তর্ভুক্তীয়, সাম্যভিত্তিক, গুণগত উৎকর্ষবিশিষ্ট এবং আজীবন শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে তাদের স্ব স্ব দেশে এবং সমষ্টিগতভাবে সকল সদস্য দেশে করণীয় কর্তব্য নির্ধারণ করে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি